ইছলামের এই পাঁচটি ভিত্তি থেকে কি কি উপকার অর্জিত হয় ?

(১) শাহাদাতাইন:- "আলাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, এবং মোহাম্মাদ ﷺ আলাহ্র বান্দাহ ও রাছুল" দৃঢ় ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ এবং মুখ দিয়ে এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদানের দ্বারা মানুষের অন্তর সকল সৃষ্টবস্তুর (গায়রুলাহ্র) দাসত্ব থেকে এবং আলাহ্র প্রেরিত নবী-রাছুলগণ (عليهم السلام) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ থেকে মুক্তি লাভ করে।
(২) সালাত ক্বায়েম করা। অর্থাৎ, রাছুল ﷺ এর নির্দেশিত পন্থায় সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আলাহ্র ﷻ প্রতি পূর্ণ বিনয় ও বশ্যতা প্রর্দশন করা। সালাতের দ্বারা মুছলমানের অন্তর প্রশারিত হয়, এর দ্বারা চোখের প্রশান্তি লাভ হয় এবং খারাপ ও অশিল কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়।
(৩) যাকাত প্রদান করা। অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ে শরী'য়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক লোককে প্রদানের মাধ্যমে আলাহ্র প্রতি বিনয় ও দাসত্ব প্রদর্শন করা।
যাকাত প্রদানের দ্বারা খারাপ স্বভাব-চরিত্র, অপঃ ও কলুষতা থেকে অন্তর পবিত্র হয়, ধন-সম্পদের মধ্যে কল্যান ও বরকত লাথ হয় এবং এর দ্বারা ইছলাম ও মুছলমানের অনেক অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হয়।
(৪) মাহে রামাযানের রোজা পালন করা:- অর্থাৎ, সুবহে সাদিক্বের উদয় লগ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আলাহ্র প্রতি দাসত্ব ও বিনয় প্রদর্শণ করা।
রোযা পালনের দ্বারা মহান আলাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে নিজের প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুকে পরিহার ও বর্জনের মন-মানসিকতা গড়ার অনুশীলন হয়।
(৫) বায়তুলাহ্র (কাবা গৃহের) হাজ্জ সম্পাদন করা:- অর্থাৎ, শরী'য়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট দিনগুলোতে নিজের জান ও মাল ব্যয় করে হাজ্জব্রত সম্পাদনের মাধ্যমে আলাহ্র আনুগত্য ও দাসত্ব করা।
হাজ্জব্রত সম্পাদনের দ্বারা আলাহ্র রাহে সম্পদ ব্যয়ের মন-মানসিকতা গড়ার এবং দেহ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আলাহ্র আনুগত্যশীল করে গড়ে তুলার অনুশীলন হয়। আর এ কারণেই হাজ্জকে এক প্রকার জিহাদ বলা হয়।
ইছলামের আরো যতসব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলো কেবল তখনই শুদ্ধ ও সঠিক হবে যখন এ পাঁচটি মূল ভিত্তি সঠিক ভাবে পালন করা হবে। সঠিক ভাবে দ্বীনে ইছলামকে মেনে চলার উপর মানব জাতির সার্বিক সফলতা ও কল্যাণ নির্ভরশীল।
মানব জাতি দ্বীন থেকে যে পরিমাণ বিচ্যুত হবে, তারা কল্যাণ থেকেও সে পরিমাণ বর্জিত হবে।
আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. (سورة الأعراف : ৯৬-৯৯)

অর্থাৎ:- আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আছমানী ও পার্থিব নি'মাতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের দরুন। এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিরাপদ-নিশ্চিন্ত যে, আমার 'আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার 'আযাব দিনের বেলায় এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলা -ধুলায় মত্ত। তারা কি আলাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আলাহ্র পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যারা ক্ষতিগ্রস্থশালী সম্প্রদায়। (ছুরা আল আ'রাফ-৯৬-৯৯)
পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এ সত্যেরই প্রমাণ বহন করে যে, যে জাতি দ্বীন থেকে যে পরিমাণ বিচ্যুত হয়, তারা কল্যাণ থেকেও সে পরিমাণ বর্জিত হয়। আমরা মহান আলাহ্র দরবারে তাঁর 'আযাব ও গযব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।